অধ্যায় ১
নাস্তিক্যবাদের বাস্তবতা

১.১ ভূমিকা

এই বইটি মূলত ইসলামের মূল শিক্ষা তাওহীদকে ঘিরে এবং মুসলিমদের জন্য লেখা। তবে আমাদের দেশে সাম্প্রতিককালে নাস্তিকতা ও সংশয়বাদ অনেককে প্রভাবিত করছে - আর এ ধরনের দর্শনের বাস্তবতা সম্পর্কে এবং এর পাশাপাশি ধর্ম সম্পর্কে একটি সার্বিক ধারণা না থাকাই এর কারণ। তাই এ বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য এই বইয়ের প্রথম দুটি অধ্যায়কে ব্যবহার করা হল।

১.২ নাস্তিক কি নাস্তিক?

নাস্তিক্যবাদের প্রচারকরা একে যেভাবে উপস্থাপন করে, তা হল: **নাস্তিকতা অর্থ ধর্মের বাঁধন ছিন্ন করে মুক্ত মনের মানুষ হওয়া।** কিন্তু বাস্তবতা অনেকটা ভিন্ন। মূলত নাস্তিকতা **প্রকৃতিপূজা, ব্যক্তিপূজা ও প্রবৃত্তিপূজার এক সংমিশ্রণ।**

নাস্তিক স্রষ্টার সমস্ত বৈশিষ্ট্য 'অচেতন' ও 'জড়' প্রকৃতির ওপর আরোপ করেছে, ফলে সে 'জড়বস্তু'কে সৃষ্টি, প্রতিপালন, ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য আরোপ করার মাধ্যমে নিজেকে গাছ, পাথর, সূর্য, চন্দ্র, মাছ, কচ্ছপ পূজারীর পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে!

তেমনি নাস্তিকরা কিছু **'বিখ্যাত'** ব্যক্তিবর্গের অন্ধ অনুসারী। শুধুমাত্র তাদের খ্যাতির কারণেই অনেক নাস্তিক তাদের যুক্তির ভুল ধরতে প্রস্তুত নয়।

উপরন্তু প্রবৃত্তির তাড়না এবং ভোগের লালসা নাস্তিকদের একটা বড় অংশকে প্রেরণা যোগায় স্রষ্টাকে অস্বীকার করতে।

এজন্য নাস্তিকদেরকে বহু-ঈশ্বরবাদীদের (Polytheist) অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

১.৩ নাস্তিকের প্রকৃতিপূজা

একজন আস্তিক দাবী করে যে স্রষ্টা চিরকাল বিদ্যমান ছিল এবং থাকবেন, একজন নাস্তিক দাবী করে যে অচেতন জড় প্রকৃতি চিরকাল বিদ্যমান ছিল এবং থাকবে।

একজন আস্তিক দাবী করে যে জ্ঞানী স্রষ্টা তাকে সৃষ্টি করেছেন। একজন নাস্তিক দাবী করে যে জড় প্রকৃতি তাকে সৃষ্টি করেছে।

একজন আস্তিক সর্বশক্তিমান স্রষ্টার প্রতি ভক্তি নিয়ে একমাত্র তাঁর উদ্দেশ্যে মাথা নত করে। একজন নাস্তিক প্রকৃতিকে ভক্তি করে প্রকৃতির জন্য মাথা নোয়ায়, বিভিন্ন উপলক্ষে নাচ-গান ও অশালীন কিছু আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকৃতির পূজা করে।

আস্তিক স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, নাস্তিক জড় প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গান, কবিতা, স্তুতি রচনা করে থাকে অথচ প্রকৃতি সেটা শুনতেই পায় না:

هَل يَسۡمَعُونَكُمۡ إِذۡ تَدۡعُونَ ﴿٧٢﴾

যখন তোমরা ডাক তখন তারা কি তোমাদের সে ডাক শুনতে পায়? [আল-কুরআন]

আস্তিক স্রষ্টাকে ভালবাসে, নাস্তিক স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে জড় প্রকৃতিকে ভালবাসে।

নাস্তিকদের অন্তরে পৌত্তলিকতার প্রতি ভালবাসার কারণে তারা মূর্তি, ভাস্কর্য ইত্যাদি বানাতে তৎপর।

তাই নাস্তিকতা নতুন কোন বৈপ্লবিক দর্শন নয়, বরং নাস্তিকতা হল কুসংস্কারাচ্ছন্ন অসভ্য মানুষের মাঝে বিদ্যমান গাছ, সূর্য, চন্দ্র, পাথর, প্রাণী পূজার নবরূপ ও সর্বসাম্প্রতিক বহিপ্রকাশ।

তাই আধুনিক, সভ্য, শিক্ষিত মানুষের জন্য প্রকৃতিপূজার এই প্রাচীন কুসংস্কারে ফিরে যাওয়া মানায় না।

১.৪ নাস্তিকের ব্যক্তিপূজা

বর্তমান সময়ে অনেক নাস্তিক বিভিন্ন বিখ্যাত দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের অন্ধ অনুসারী, এদেরকে তারা নবী-রাসূলদের মত ভক্তি করে, আর তাই ধার্মিক মানুষেরা যেভাবে বিনা প্রশ্নে নবী-রাসূলদের শিক্ষাকে মাথা পেতে নেয়, নাস্তিকরাও তেমনিভাবে বিনা প্রশ্নে তাদের দার্শনিক-বিজ্ঞানী 'অগ্রপথিকদের' মতবাদকে শিরোধার্য হিসেবে মেনে নেয়। এই সমস্ত দার্শনিক-বিজ্ঞানীদের ভ্রান্তিগুলো খুব স্পষ্ট যুক্তিতর্কের আলোকে তুলে ধরা হলেও নাস্তিকদের শেষ কথা হল: **আমরা দার্শনিক-বিজ্ঞানীদের অবাধ্য হব না।**

১.৫ নাস্তিকদের প্রবৃত্তিপূজা

যাবতীয় অনৈতিক গুণাবলীর সর্বাধিক বহিপ্রকাশ ঘটে নাস্তিকদের মাঝে, আর সেটাই স্বাভাবিক। বহু-ঈশ্বরবাদী নাস্তিকদের একজন দেবতা হল তাদের প্রবৃত্তি। যদি নাস্তিকতাকে সত্য ধরে নেয়া হয় এবং পৃথিবীর সকল লোক আজ নাস্তিক হয়ে যায়, তবে পরস্পরের লালসার দংশনের শিকার হওয়ার কারণে অল্প কয়েক প্রজন্মের মাঝেই পৃথিবীর বুক থেকে মানব সভ্যতা দ্রুত বিলুপ্ত হবে! আস্তিকরা আছে বলেই পৃথিবীতে মানব সভ্যতা টিকে আছে।

১.৬ নাস্তিক্যবাদ-আস্তিক্যবাদ: 'চেকমেট' আর্গুমেন্ট

আমরা সকলেই জীবনের কোন এক পর্যায়ে উপলব্ধি করি যে আমরা 'আছি'। আমরা নিজের ইচ্ছায় এই পৃথিবীতে আসিনি। হঠাৎ যেন একদিন নিজেকে 'আবিষ্কার' করলাম।

অবশ্য স্রষ্টা সম্পর্কে সঠিক ধারণায় বিশ্বাসী হলে ছোটবেলা থেকেই নিজের উৎসটা জানা থাকে। তারপরেও বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণের পর 'বুদ্ধিমান', 'বিজ্ঞানমনস্ক', 'মুক্তচিন্তার' অধিকারীদের সান্নিধ্যে এসে অনেকের মনে নতুন করে চিন্তা জাগে, সত্যিই কি আমি আছি? আমার কি কোন স্রষ্টা আছে? এত এত বিজ্ঞানীরা বুঝি নাস্তিক? বুদ্ধিমানেরা বুঝি নাস্তিক?

এই নিবন্ধে মূলত অতি সংক্ষেপে স্রষ্টার অস্তিত্বের সপক্ষে একটি **"চেকমেট"** আর্গুমেন্ট দেয়া হবে। অর্থাৎ নাস্তিকতা-আস্তিকতা বিতর্কের 'অনেক অনেক কথা' কে কিছু মূল পয়েন্ট ও নীতিতে শ্রেণীবিন্যস্ত করে প্রত্যেকটি ক্যাটাগরিকে এমনভাবে মূল্যায়ন করে হবে যেন এ সংক্রান্ত অতীত ও ভবিষ্যতের সব আর্গুমেন্ট ও কাউন্টার আর্গুমেন্ট 'কভার' হয়ে যায়। এই লেখা পড়েই সব নাস্তিক আস্তিক হয়ে যাবে তা নয়, তবে আশা করি তা প্রকৃত সত্যান্বেষীকে পথ দেখাবে।

১.৭ আস্তিকদের সবচেয়ে মৌলিক ও সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তি

দুটি:
১) অস্তিত্ব: অর্থাৎ স্রষ্টা ছাড়া অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করা যায় না।
২) ডিজাইন: অর্থাৎ স্রষ্টার 'অ্যাসাম্পশন' ছাড়া মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ থেকে শুরু করে সুবিশাল গ্যালাক্সী - এর কোন কিছুর ডিজাইনকেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

আস্তিকদের এই দুটি যুক্তিই মানুষের স্বাভাবিক ও সহজাত চিন্তা প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

যেমন: মানুষ কোন কিছু সম্পর্কেই একথা ভাবে না যে এটা **'এমনি এমনি'** হয়েছে, তবে মহাবিশ্বকে কেন 'এমনি এমনি' ভাবতে যাবে? ধরা যাক কেউ একজন নাস্তিককে পকেট থেকে বের করে একটা কিছু দেখিয়ে বলল: এটা হঠাৎ 'এমনি এমনি' তার পকেটে চলে এসেছে! নাস্তিক কিন্তু কখনই তার কথা বিশ্বাস করবে না। এই নাস্তিক যত বড় সন্দেহবাতিক বা অবিশ্বাসীই হোক না কেন তার মনে ১০০% 'বিশ্বাস' তৈরী হবে যে সে মিথ্যা বলছে। এক্ষেত্রে এই নাস্তিক কিন্তু একজন দৃঢ় বিশ্বাসী, অথচ সে দাবী করে যে সে সন্দেহবাদী! সঠিক কথা হল: নাস্তিক দ্বৈত নীতিতে চলে: সকল ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস আর সুবিধামত অবিশ্বাস ও সন্দেহ! যাহোক কোন কিছু 'এমনি এমনি' হওয়ার ধারণা মানুষের মৌলিক চিন্তাপ্রক্রিয়ার বিরোধী, যে মহাবিশ্ব 'এমনি এমনি' এসেছে বলে দাবী করে, সে মূলত স্ববিরোধী।

তেমনি কোন ডিজাইন 'ডিজাইনার' ছাড়া 'এমনি এমনি' হয় না - এটাও মানুষের চিন্তাপ্রক্রিয়ার একটি মূলনীতি, মানুষ কখনই এর অন্যথা করে না - সে যত বড় বিজ্ঞানীই হোক কিংবা যত বড় মূর্খই হোক।

পরিকল্পনা, নকশা, গোছানো কিছু, জটিলতা, নৈপুণ্য, সৌন্দর্য, প্রক্রিয়া, বিভিন্ন অংশের সমন্বয়: এই বিষয়গুলো যেখানে উপস্থিত, সেখানেই কোন এক সত্তার হস্তক্ষেপ আছে বলে মানুষ বিশ্বাস করে।

কেউ একটি ঘরে ঢুকে যখন দেখতে পায় যে সেখানে চেয়ার-টেবিল যথাস্থানে সারিবদ্ধভাবে গোছানো, মেঝে পরিচ্ছন্ন, ফুলদানিতে সতেজ ফুল রাখা, সবকিছু নিজনিজ স্থানে ঠিকঠিক ভাবে আছে, তখন কোন বাড়তি গবেষণা ছাড়াই তার মস্তিষ্ক এই সিদ্ধান্তে আসে যে ঘরটি 'কেউ' গুছিয়েছে। এর বিপরীতে ধরা যাক কেউ যদি বলতে চায় যে প্রচণ্ড এক ঘূর্ণিঝড়ের ফলে ঘরটি 'গোছানো' হয়েছে, তবে তাকে চিন্তার সহজাত প্রক্রিয়া থেকে বের হয়ে বেশ 'অস্বাভাবিক' এবং 'জটিল' কোন তত্ত্ব দাঁড় করাতে হবে। আর এক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিত যে তার তত্ত্ব কেউ 'বিশ্বাস' করবে না, সে যতই বিখ্যাত বা মেধাবী হোক না কেন।

কেউ যদি একটি সাদা কাগজে 'ক' অক্ষরটি লেখা পায়, তার মস্তিষ্ক সহজাতভাবেই তাকে জানিয়ে দেবে যে এটা 'কেউ' লিখেছে। কালির দোয়াত উল্টে পড়ে 'ক' লেখা হয়েছে - এমন কোন তত্ত্ব দাঁড় করাতে চাইলে তাকে যৌক্তিক চিন্তার সহজাত প্রক্রিয়া পরিত্যাগ করতে হবে।

একজন লেখক লিখেছেন: "কোন একটা সমন্বয় বা 'ব্যবস্থার' আরেকটা সহজ উদাহরণ হচ্ছে রাস্তার ট্রাফিক বাতি। 'সবুজ-হলুদ-লাল-হলুদ-সবুজ' – এভাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে বাতিগুলো জ্বলতে থাকে। আমরা হয়তো সবসময় ওভাবে ভেবে দেখি না, কিন্তু যদি দেখতাম তবে সহজেই জানতাম যে, ঐ বাতিগুলো এভাবে একটা নিয়ম মেনে যে একটা নির্দিষ্ট সময়কাল পর পর জ্বলছে বা নিভছে, তা কোন কাকতালীয় ব্যাপার নয়, বরং 'কেউ একজন' এই 'ব্যবস্থা' সুচিন্তিতভাবে উদ্ভাবন করেছেন।"
তেমনি একজন ব্যক্তি কখনই এ কথা বিশ্বাস করেন না যে একটি ছাপাখানায় বিস্ফোরণ ঘটে 'গীতাঞ্জলি' রচিত হয়েছে!

১.৮ অস্তিত্বের যুক্তির সম্ভাব্য পাল্টা যুক্তি এবং খণ্ডন

পাল্টা যুক্তি ১: মহাবিশ্ব অস্তিত্বেই আসেনি! অর্থাৎ অসীম সময় ধরেই ছিল।

খণ্ডন: প্রথমত, বিজ্ঞানী মহলে এই তত্ত্ব প্রায় পরিত্যক্ত। নিছক তর্কের খাতিরে একে সত্য ধরে নেই: মহাবিশ্ব অস্তিত্বে আসেনি! অসুবিধা নেই, এখন তো এর অস্তিত্ব আছে! সেটা ব্যাখ্যা করুন। এর কোন যৌক্তিক জবাব নেই নাস্তিকদের কাছে, কেননা অস্তিত্ব তার বিশালত্ব নিয়ে ছায়া ফেলছে নাস্তিকের ভ্রূকুঞ্চিত চেহারায়, তার মস্তিষ্কে চলছে জবাবের খোঁজে বিভিন্ন তত্ত্বের সাইক্লোন! কেন এই সাইক্লোন? কেননা তিনি দিবালোকের মত স্পষ্ট একটি বিষয়কে অস্বীকার করতে চান।

পাল্টা যুক্তি ২: তাহলে স্রষ্টাকে কে অস্তিত্বে আনল?

খণ্ডন: এটা মূলত মহাবিশ্বের অস্তিত্বের কোন সমাধান নয়, বরং পাল্টা প্রশ্ন। তাহলে দেখা যাক দুটি সম্ভাবনার মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য?
সম্ভাবনা ১: মহাবিশ্বের স্রষ্টা নেই। (নাস্তিক)
সম্ভাবনা ২: মহাবিশ্বের স্রষ্টা আছে যার স্রষ্টা নেই।(আস্তিক)
এক্ষেত্রে দ্বিতীয়টিই গ্রহণযোগ্য যেমন নিচের ক্ষেত্রগুলিতে কোনটি যুক্তিযুক্ত?:
সম্ভাবনা ১: চিত্রের চিত্রকর নেই।
সম্ভাবনা ২: চিত্রের চিত্রকর আছে যার চিত্রকর নেই।
নাকি বলব চিত্রকরকে কে আঁকল? আরও দেখা যাক:
সম্ভাবনা ১: গীতাঞ্জলির লেখক নেই।
সম্ভাবনা ২: গীতাঞ্জলির লেখক আছে যার লেখক নেই।
নাকি বলব রবীন্দ্রনাথের লেখক কে?
১.৯ ডিজাইনের যুক্তির সম্ভাব্য পাল্টা যুক্তি এবং খণ্ডন

পাল্টা যুক্তি ১: মহাবিশ্বের বা এর কোন অংশের ডিজাইনকেই অস্বীকার করা, অর্থাৎ এ কথা দাবী করা যে মহাবিশ্বের কোন ডিজাইনই নেই!

খণ্ডন: এই কথা খুব বেশী লোকে বলে না, আর যারা বলে তারা এটা বুঝিয়েই দেয় যে তারা স্রষ্টার অস্তিত্বকে ব্যঙ্গ করছে, সেক্ষেত্রে এর জবাব দেয়ার প্রয়োজন নেই, কেননা এটা কোন যুক্তিই নয়। কেউ যদি নিজেই একটু মহাবিশ্বের বিশালতা, নিপুণতা, এর বিভিন্ন অংশে বিদ্যমান প্রক্রিয়া, জীব জগৎ, প্রাণী জগৎ নিয়ে পড়াশোনা করে,

তার সামনে আসবে একের পর একে ডিজাইনের অসংখ্য অগণিত নমুনা, এরপরও মানতে না চাইলে কিছু বলার নেই।

পাল্টা যুক্তি ২ : মহাবিশ্বের সব ডিজাইনকে ব্যাখ্যা করা যায়, সুতরাং ডিজাইনার নেই, এবং ব্যাখ্যা করার জন্য রয়েছে বিভিন্ন তত্ত্ব যেমন জীবজগতের জন্য ডারউইনিজম...ইত্যাদি।

খণ্ডন : এই যুক্তি দাঁড়িয়ে আছে একটি চরম ভুল 'অ্যাক্সিওম' এর ওপর, তা হল:

যদি কোন কিছুর ডিজাইনকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়, তবে এর কোন ডিজাইনার নেই!

কি আশ্চর্য কথা! ঘড়ির ডিজাইন আমি ব্যাখ্যা করতে পেরেছি, সুতরাং ঘড়ির কোন মেকার নেই!

সুপার কম্পিউটার ব্যাখ্যা করতে পারছি, তাই সুপার কম্পিউটারকে কেউ বানায় নি!
সুতরাং ডিজাইন ব্যাখ্যা করতে পারা মূলত আস্তিক্যবাদকে আরও শক্তিশালী করবে। **বিজ্ঞানীরা যতই মহাবিশ্বের ডিজাইনের ব্যাখ্যা দেবে, তারা তত বেশী করে স্রষ্টার অস্তিত্বকে প্রমাণ করে ছাড়বে।**

পাল্টা যুক্তি ৩ : কোন জটিল কিছু যদি অপক্ষাকৃত সরল ধাপ অতিক্রম করে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে, তার মানে এর কোন ডিজাইনার নেই।

খণ্ডন : আগের যুক্তির মতই এটাও পুরোপুরি খোঁড়া যুক্তি। একটি ঘড়ি কিভাবে ছোট ছোট সরল যন্ত্রাংশ একটির সাথে অপরটি জোড়া দিয়ে তৈরী হয়েছে, তার বিবরণ প্রকাশ করলে বলা যাবে যে কেউ একে বানায় নি? "আমি নাস্তিক" লেখাটি কেউ লেখেনি, কেননা আ, ম, ি, ন, া, স, ত, ক এসব সরল জিনিসপত্র দিয়েই লেখাটি 'হয়েছে'! মন 'মুক্ত' হলেই বুঝি এ সমস্ত আশ্চর্য খোঁড়া যুক্তি বের হয়।

পাল্টা যুক্তি ৪ : আর কোন সম্ভাব্য পাল্টা যুক্তি নেই, শেষ। এ ক'টাই ছিল।

১.১০ ডারউইনিজম জাতীয় তত্ত্বগুলো খণ্ডন করার প্রয়োজন নেই?

না, ওপরের ২ আর ৩ এ খণ্ডন হয়ে গেছে। ডারউইনিজম যে একটি **অপ্রতিষ্ঠিত অপ্রমাণিত এবং বিজ্ঞানীমহলে বিতর্কিত** বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, আমরা সেদিকে যাব না, কেননা ঘোড়া আর মন্ত্রী দিয়ে "চেকমেট" করার পর কিস্তি দিয়েও রাজাকে 'খাওয়া' যায় কিনা সেটা দেখার প্রয়োজন নেই।

বিবর্তনবাদের 'পরস্পরবিরোধী' যে কয়টি ভ্যারিয়েন্ট আছে, তার যে কোন একটি ঠিক ধরে নিয়ে যদি বলা হয় যে জীবজগতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা গেল, তবে তাতে স্রষ্টার অস্তিত্বের ধারণা আরও দৃঢ় হয়। কোন কিছুকে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করতে পারা এর গঠনশৈলীর প্রমাণ। গীতাঞ্জলি বিশ্লেষণ করে দেখা গেল সেখানে সব ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ...সুতরাং রবীন্দ্রনাথ নেই - এ কথা কেউ বলবে কি?

তেমনি যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেয়া হয় যে জীবজগতের উৎপত্তি বা ক্রমবিকাশের কোন পর্যায়ে 'র‍্যান্ডম' কিছু প্রক্রিয়া দায়ী, তবে তাতেও স্রষ্টার অস্তিত্বের ধারণা দৃঢ়তর হয়। **র‍্যান্ডম => ডিজাইন প্রমাণিত হলে, আরও বেশী করে নিশ্চিত হওয়া যায় যে স্রষ্টা আছে!** অবশ্য প্রকৃতিতে 'র‍্যান্ডম' কিছুর প্রমাণ আদৌ মিলেছে কিনা, সেটাও প্রশ্ন।

১.১১ সিদ্ধান্ত ও উপলব্ধি

মূল যুক্তিতর্ক এখানেই শেষ। এবার সিদ্ধান্তের পালা।

সিদ্ধান্ত ১: পৃথিবীতে একজনও প্রকৃত 'নাস্তিক' নেই। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি। নাস্তিক মূলত স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, কিন্তু সে সেটা স্বীকার করতে চায় না - এটাই বাস্তবতা। ওপরের আর্গুমেন্ট বুঝতে খুব বেশী বিদ্যার প্রয়োজন হয় না, আর বেশী বিদ্যা হলেও এই আর্গুমেন্ট ভুল প্রমাণ করা যায় না। মূলত সকল মানুষ এভাবেই চিন্তা করে থাকে, এখানে সেটা লেখনীতে প্রকাশ করা হল মাত্র। এজন্য জেনে রাখা ভাল যে পৃথিবীতে কোন প্রকৃত নাস্তিক নেই। এছাড়া আমরা আগেই দেখেছি যে নাস্তিক মূলত বহু-ঈশ্বরবাদী।

সিদ্ধান্ত ২: বিজ্ঞান দিয়ে স্রষ্টাকে 'অপ্রমাণ' করা বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ীই অসম্ভব একটি ব্যাপার। কেননা বিজ্ঞানই বলে যে স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং অনুরূপ দার্শনিক বিষয়গুলো তার আওতাভুক্ত নয়, কেননা **বিজ্ঞান বলে দেয় 'কিভাবে' হয়। কিন্তু 'কেন' হয়? এর উত্তর দেয়া বিজ্ঞানের কাজ নয়।** বরং এটা মানুষের যুক্তি, চিন্তা ও দর্শনের সবচেয়ে মৌলিক কথা যে 'এমনি এমনি' হয় না। সুতরাং পৃথিবীর ইতিহাসে 'সকল' বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, যদি তা সত্যিই 'বৈজ্ঞানিক' হয়, তবে তা কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই স্রষ্টা থাকার আর্গুমেন্টকে শক্তিশালী করবে। তবে কোন কোন বিজ্ঞানীর 'সাহিত্য চেতনা' যখন ডানা মেলে দর্শনের আকাশে উড়তে চায় তখন নাস্তিকতার জন্ম হতে পারে, সুতরাং ইকুয়েশন হল:

বিজ্ঞানীর নাস্তিকতা = বিজ্ঞানী - বিজ্ঞান + সাহিত্য × দর্শন

১.১২ মানুষ নাস্তিক হয় কেন?

তাহলে মানুষ নাস্তিক হয় কেন?

কয়েকটি কারণে:

১) স্রষ্টাকে মানতে ইচ্ছে না করা।
২) স্রষ্টার প্রতি কোন ধরনের রাগ থাকা।
৩) ধর্মের বিধিবিধানকে কষ্টকর মনে হওয়া।
৪) ফ্যাশন।
৫) কোন বিজ্ঞানীর অন্ধ অনুকরণ।
৬) সংশয়ের অজুহাতে।

এগুলো কোনটিই নাস্তিকতার পক্ষে কোন যুক্তি নয় যে খণ্ডন করা হবে। তবে এ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য:

১) স্রষ্টাকে মানতে ইচ্ছে না করা একপ্রকার অহংকার, আর দুর্বল সৃষ্টির জন্য এই অহংকার মানায় না। তাছাড়া স্রষ্টার নির্দেশ অনুযায়ী চলা মানুষের নিজের জন্যই উপকারী, স্রষ্টাকে না মানলে নিজেরই ক্ষতি।

২) স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষা করার জন্য, জীবন পরীক্ষা, আর তাই সেখানে 'মন্দ' থাকতেই হবে, নতুবা পরীক্ষা হবে কিভাবে? তবে সকলকে তার অবস্থা অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার সম্মুখীন হলে রাগ না করে জানা ভাল যে ধৈর্য ধারণ করে স্রষ্টার নির্দেশে অটল থাকলে পরিণতি কল্যাণকর।

৩) ধর্মের বিধিবিধান কষ্টকর বা অযৌক্তিক মনে হওয়া: কেউ কোন বানোয়াট মিথ্যা ধর্মের অনুসারী হলে এমনটি হতে পারে, অথবা সত্য ধর্ম সম্পর্কেও ভুল কথা জানার ফলে এমন হতে পারে। এর সমাধান হল ধর্মের মূল উৎসে ফিরে যাওয়া। ধর্মের নামে চালু "নেয়ামুল কুরআন" জাতীয় আজগুবি বই পড়ার দরকার নেই।

৪) ফ্যাশন: ফ্যাশন হল দাসত্ব। ফ্যাশন করা হল কাকের ময়ূর হওয়ার চেষ্টা। প্রত্যেক ব্যক্তির এতটুকু আত্মসম্মানবোধ থাকা উচিৎ যে আমি অযৌক্তিকভাবে কাউকে অনুকরণ করব না।

৫) কোন বিজ্ঞানীর অন্ধ অনুকরণ: অনেকে দাবী করে যে অধিকাংশ বিজ্ঞানীই নাস্তিক হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য প্রকৃত পরিসংখ্যান যাচাই করা দরকার যে কতজন বিজ্ঞানী 'নাস্তিক'। যাহোক বিজ্ঞানীদের নাস্তিক হওয়ার ফর্মুলা একটু আগেই আমরা দেখেছি। আসলে বিজ্ঞানীরাই নাস্তিক হয় বিষয়টি এরকম নয়, বরং তা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন:

ইসলাম ধর্মের সাথে সঠিক পরিচিতি নিয়ে বেড়ে উঠলে একজন বিজ্ঞানী সচরাচর নাস্তিক হয় না। বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোতে বিজ্ঞানীদের মাঝে নাস্তিকতা খুব কমই পাওয়া যাবে, আর যেখানে তা পাওয়া যায়, সেখানে তা এই কারণে যে সে দেশে প্রকৃত ইসলাম চর্চা হয় না।

খ্রীস্টান দেশে খ্রীস্টান পটভূমিতে বিজ্ঞানীরা নাস্তিক হবেই, কেননা তাদের ধর্ম মিথ্যা, বানোয়াট, সুতরাং সেখানে যারা বড় হয়েছে, তারা সহজাতভাবেই ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা নিয়েই বড় হবে। আবার মুসলিম দেশেও এটা হতে পারে যদি সেখানে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাগুলো চালু না থেকে "নেয়ামুল কুরআন" জাতীয় বইপত্র ইসলামের নামে চালু থাকে।

মোটকথা বিজ্ঞানীরা যখন নাস্তিক হয়, তখন সেটা বিজ্ঞানের কারণে হয় না, তাদের ব্যক্তিগত দর্শন কিংবা সামাজিক পটভূমির কারণে হয়, যার সাথে বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই।

৬) সংশয়ের অজুহাত: কোন কিছু মানতে না চাইলে এটি একটি সহজ অজুহাত। সংশয়বাদীরা প্রকৃতপক্ষে দ্বিমুখী নীতিতে বিশ্বাসী। স্রষ্টা ও ধর্ম সংক্রান্ত সবকিছুতেই একজন সংশয়বাদীর সন্দেহ হয়, কিন্তু পার্থিব স্বার্থে সে বিশ্বাসী হয়ে থাকে, যেমন: কালকে সূর্যটা উঠবে, এ বিষয়ে সে মোটেই কোন সন্দেহ পোষণ করে না। মাধ্যাকর্ষণ জাতীয় প্রাকৃতিক নিয়মগুলো অপরিবর্তিত থাকবে, এ ব্যাপারে 'প্রকৃতির ওপর' তার অগাধ আস্থা, নতুবা সে দুনিয়ার সুখ ভোগ করবে কিভাবে? কিন্তু ধর্মের প্রসঙ্গ আসলেই সে সংশয়ের দাবী করে থাকে।

১.১৩ সহজ চ্যালেঞ্জ

বিশ্বের সকল নাস্তিক এবং বড় বড় বিজ্ঞানীদের জন্য একটি সহজ চ্যালেঞ্জ আছে! মহাবিশ্ব যদি 'এমনি এমনি'ই হয়ে থাকে আর অচেতন প্রকৃতি যদি নিজেই এত সব 'করে' থাকে তবে নাস্তিক ও তাদের বিজ্ঞানীদেরকে আমরা একটি ছোট্ট জিনিস করে দেখাতে বলতে পারি: আপনাদের সর্বাধুনিক জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি নিয়ে **অস্তিত্বহীনতা থেকে একটি মাছিকে অস্তিত্বে এনে দিন তো!**

সহজ চ্যালেঞ্জ! বোবা প্রকৃতি যদি মহাবিশ্বে এত কিছু করতে পারে, তবে এত জ্ঞানীগুণী সবাকেরা সবাইকে অবাক করে দিয়ে 'নাই' থেকে একটি মাছি বানাতে পারবে না? **একটা মরা মাছি বানালেও চলত!**
আর যদি সেটা সম্ভব না হয়, তবে তাদের সেই জাহান্নামকে ভয় করা উচিৎ যার জ্বালানী হবে মানুষ!

১.১৪ শেষকথা

আল্লাহ আছেন, এতটুকু মানার সৎ সাহস যাদের আছে, তাদেরকে সততার সাথে খুঁজতে হবে সত্য ধর্ম কোনটি।